যুগান্তর

তারিখ ... 04 JUL 2005
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

ইবিতে সেশনজট

দেশের শিক্ষাক্ষেত্র বিশেষ করিয়া উচ্চ বিদ্যাপীঠে যেই অবস্থা বিরাজ করিতেছে উহা কোনভাবেই শুভ নহে। দুর্নীতি, অনিয়ম, সেশনজট, সন্ত্রাস, দলীয়করণের নগ্ন থাবা সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকেই বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। 'সেশনজটের নয়া রেকর্ড : মাস্টার্সে তিন ব্যাচ; শিক্ষকদের স্বেচ্ছাচারিতায় ছাত্র-ছাত্রীদের ভোগান্তি' শিরোনামে যেই খবর শনিবার যুগান্তরে প্রকাশিত হইয়াছে উহাতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বেগজনক চিত্রই ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগে সেশনজটের নয়া রেকর্ড সৃষ্টি হইয়াছে। বর্তমানে এই বিভাগে শুধু মাস্টার্সেই রহিয়াছে তিনটি ব্যাচ। সেশনজটের পাশাপাশি এই বিভাগে চলিতেছে স্বেচ্ছাচারিতা ও তুঘলকি কর্মকাণ্ড। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল নিয়মনীতি ও ঐতিহ্য ভঙ্গ করিবার অসংখ্য নজিরও স্থাপিত হইয়াছে। বিস্ময়কর হইলেও সত্য, মাস্টার্সের দুই ব্যাচের ছাত্রছাত্রীদের একই সঙ্গে ক্লাস করাইতেছেন ঐ বিভাগের শিক্ষকরা। নিয়মনীতিবিরুদ্ধ এই কাজ চলিতেছে শিক্ষকদের খামখেয়ালি সিদ্ধান্তে। এতবড় অনিয়ম ছাত্রছাত্রীরা মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেও উহাতে যে শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পরীক্ষার খাতায় নম্বর না পাইবার আশঙ্কায় ছাত্রছাত্রীরা এই অদ্ভুত অনিয়ম উপাচার্যকে জ্ঞাত করিতেও ভয় পাইতেছে। কতিপয় শিক্ষক হুমকি দিয়াছেন, তাহাদের সিদ্ধান্ত অমান্য করিলে ইনকোর্স ও টিউটোরিয়াল পরীক্ষায় দেখিয়া লওয়া হইবে। সেশনজট নিরসনকল্পে নানা অজুহাত দাঁড় করাইয়া বাধ্যতামূলক যাহা করা হইতেছে উহা শুধু শিক্ষা কার্যক্রমকেই ব্যাহত করিতেছে না, শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎও বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। সেশনজট শুধু ইসলামের ইতিহাস বিভাগেই নহে বিভিন্ন বিভাগেই রহিয়াছে। সেশনজট সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ হইতেছে শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি ও একাডেমিক বহির্ভূত কাজে ব্যস্ত থাকা। ইহার পাশাপাশি অনেকে আবার দেশের বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করিতেছেন। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগভেদে দুই থেকে সাড়ে তিন বৎসরের সেশনজট বিরাজ করিতেছে। ফলে পাঁচ বৎসরের শিক্ষাজীবন শেষ করিতে আট বৎসরও লাগিতেছে। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী শিক্ষাজীবন লইয়া যেই অনিশ্চয়তার মুখে পড়িয়াছে উহা কোনভাবেই কাম্য হইতে পারে না। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় লইয়া বিগত এক বৎসরে বহু নেতিবাচক সংবাদ ছাপা হইলেও এ ব্যাপারে কাহারও শিরোপীড়া পরিলক্ষিত হইতেছে না। ছাত্র সংঘর্ষ, ছাত্রীদের নিরাপত্তাহীনতা, প্রশাসনিক অনিয়ম, কতিপয় শিক্ষকের স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ ধ্বংস করিয়াছে। দেশের একটি উচ্চ বিদ্যাপীঠ দিনের পর দিন এইভাবে তলাইয়া যাইবে আর কর্তৃপক্ষ দিব্যনিদ্রায় বিভোর থাকিবে– তাহা হইতে পারে না। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন ও ভবিষ্যৎ লইয়া কাহারও ছিনিমিনি খেলিবার অধিকার নাই। ইতিপূর্বে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বহু কেলেঙ্কারি হইয়াছে, যাহা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সন্দেহ নাই, ইহারও বিরূপ প্রভাব পড়িয়াছে প্রতিষ্ঠানটিতে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শুধু সেশনজট নিরসনই নহে শিক্ষার সামগ্রিক পরিবেশ ফিরাইয়া আনিতেও সকল প্রকার পদক্ষেপ লইতে হইবে অবিলম্বে। এই ক্ষেত্রে উদাসীন থাকিবার অবকাশ নাই।